

আমি কোনো আগন্তুক নই

আহসান হাবীব

[কবি-পরিচিতি : আহসান হাবীব ১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে আইএ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। কর্মজীবনে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট ব্যঞ্জন দান করেছে। তাঁর কবিতার স্নিগ্ধতা পাঠকচিহ্নে এক মধুর আবেশ সৃষ্টি করে। তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং আত্মমানবতার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর প্রথম কাব্য *রাত্রিশেষ*। এ ছাড়া *ছায়াহরিণ*, *সারা দুপুর*, *আশায় বসতি*, *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। ছোটোদের জন্য তাঁর কবিতার বই *জোছনা* *রাতের গল্প* ও *ছুটির দিন দুপুরে*। *রানী খালের সাঁকো* তাঁর কিশোরপাঠ্য উপন্যাস। আহসান হাবীব তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য বাংলা একাডেমি ও একুশে পদক পুরস্কার লাভ করেন। দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক থাকাকালে ১৯৮৫ সালের ১০ই জুলাই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।]

আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তার জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থির দৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশি পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই।
আমি কোনো আগন্তুক নই, আমি
ছিলাম এখানে, আমি স্বাপ্নিক নিয়মে
এখানেই থাকি আর
এখানে থাকার নাম সর্বত্রই থাকা –
সারা দেশে।

আমি কোনো আগন্তুক নই। এই
খর রৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের
পাখিরা আমাকে চেনে
তারা জানে আমি কোনো অনাত্মীয় নই।
কার্তিকের ধানের মঞ্জুরী সাক্ষী
সাক্ষী তার চিরোল পাতার
টলমল শিশির – সাক্ষী জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা
নিশিন্দার ছায়া

অকাল বার্ষিক্যে নত কদম আলী
 তার ক্লান্ত চোখের আঁধার –
 আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি
 জমিলার মা'র
 শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
 সে আমাকে চেনে।

হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো
 আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
 মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
 লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।
 আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক নই।
 দু'পাশে ধানের খেত
 সরু পথ
 সামনে ধু ধু নদীর কিনার
 আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি এই উধাও নদীর
 মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

শব্দার্থ ও টীকা : আসমান – আকাশ। সাক্ষী – কোনো কিছু নিজচোখে দেখেছেন এমন কেউ। জমিন – ভূমি। নিশিরাইত – ‘নিশীথ রাত্রি’র গ্রামীণ কথ্যরূপ (গভীর রাত বোঝাতে)। অভ্যাগত – গৃহে এসেছে এমন ব্যক্তি, আগন্তুক, নিমন্ত্রিত অতিথি। ধানের মঞ্জরী – মঞ্জরী হলো মুকুল বা শিষ, ধানের মঞ্জরী হলো ধানের শিষ বা মুকুল। নিশিন্দা – গ্রামীণ এক ধরনের গাছ। জমিলার মা'র ... সব চিনি – গরিব, অভাবী শ্রেণির প্রতিনিধি জমিলার মা। তাদের রান্নাঘর শূন্যই থাকে সাধারণত। কারণ রান্না করার খাদ্য উপাদান তাদের নেই। যেহেতু রান্না করা হয় না, খাবারও খাওয়া হয়ে ওঠে না। তাই থালা-বাসনও শুকনো থাকে। কবিও সেই অবস্থার কথা জানেন। স্নিগ্ধ মাটির সুবাস – মাটির মিষ্টি গন্ধ। অর্থাৎ মায়াবী ও আকর্ষণীয় গ্রামবাংলা। দু'পাশে ধানের ক্ষেত... আমার অস্তিত্বে গাঁথা – কবি গ্রামীণ জীবনেই বেড়ে উঠেছেন। গ্রামের মাঠ-ঘাট পথ-প্রান্তরের মতো ক্ষেতের সরু পথ, তার পাশে ধানের সমারোহ এবং একটু এগিয়ে গেলে বিশাল নদীর কিনার কবির মনের ভেতর, অস্থি-মজ্জায় গ্রথিত হয়ে আছে। এরা সবাই কবির খুবই চেনা-জানা।

পাঠ-পরিচিতি : জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের আজীবনের সম্পর্ক। এর সবকিছুই তার মনে হয় কত চেনা, কত জানা। জন্মভূমির মধ্যে শিকড় গেড়ে থেকেই মানুষ তাই সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। এই অনুভূতি তুলনাহীন। দেশ মানে তো শুধু চারপাশের প্রকৃতি নয়, একে আপন সত্তায় অনুভব করা। আর দেশকে অনুভব করলেই দেশের মানুষকেও আপন মনে হবে আমাদের। এই কবিতায়

সেই অনুভবই আন্তরিক মমতায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন কবি। তিনি উচ্চারণ করছেন, তিনি কোনো আগন্তুক নন। তিনি যেমন ওই আসমান, জমিনের ফুল, জোনাকি, পুকুর, মাছরাঙাকে চেনেন, তেমনি তারাও তাকে চেনে। পাখি, কার্তিকের ধান কিংবা শুধু শিশির নয়, তিনি এই জনপদের মানুষকেও ভালোভাবে চেনেন। তিনি কদম আলী, জমিলার মা'র মতো মানুষের চিরচেনা স্বজন। কবি অনুভব করেন, যে-লাঙল জমিতে ফসল ফলায়, সেই লাঙল আর মাটির গন্ধ লেগে আছে তার হাতে, শরীরে। ধানক্ষেত আর ধু ধু নদীর কিনার, অর্থাৎ এই গ্রামীণ জনপদের সঙ্গেই তার জীবন বাঁধা। এই হচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব। এই হচ্ছে মানবজীবন, জন্মভূমির সঙ্গে যে-মানুষ গভীরভাবে সম্পর্কিত।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

১। প্রকৃতির সঙ্গে তোমার সম্পর্কের পরিচয় দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আহসান হাবীব কার চিরচেনা স্বজন?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. পাখির | খ. কদম আলীর |
| গ. জোনাকির | ঘ. জমিলার মা'র |

২। কবি বৈঠায় লাঙলে হাত রাখতে বলেছেন কেন?

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ক. শপথ নেয়ার জন্য | খ. পরশ অনুভব করার জন্য |
| গ. কবিকে খুঁজে পাবার জন্য | ঘ. অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিপভ্যান উইংকল দীর্ঘ বিশ বছর পর তার গাঁয়ে ফিরে এলে তাকে কেউ চিনতে পারেনি। সবাই তার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে তার স্বজন টম এলে সব সন্দেহের অবসান ঘটে।

৩। উদ্দীপকের টমের সঙ্গে 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে -

- | |
|-------------------|
| ক. কদম আলীর |
| খ. জমিলার মার |
| গ. অবোধ বালকের |
| ঘ. ভিনদেশি পথিকের |

সৃজনশীল প্রশ্ন

আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
 জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;
 হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
 হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
 হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
 রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
 ডিঙা বায়; রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
 দেখিবে ধবল বক; আমরাই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

- ক. বিস্তর জোনাকি কোথায় দেখা যায়?
- খ. ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ – কবি একথা বলেছেন কেন?
- গ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা চিত্রের সাথে ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উদ্দীপকের সঙ্গে ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতার চেতনাগত বৈসাদৃশ্যই বেশি।” – যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।